আরববিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন অত্যাসন্ন

আহমেদ কামরুল মোর্শেদ

০১. (১০/১০/২০১৫ইং)

আরববিশ্বে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক, সামরিক এবং ধর্মীয় মতাদর্শিক ভিত্তিক প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই এটি প্রযোজ্য হতে পারে বলে অভিজ্ঞরা মনে করেন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে সিরিয়ায় আইএস অবস্থানে রুশ বিমান বাহিনীর প্রত্যক্ষ আক্রমণ এবং অব্যবহিত পরপর কাস্পিয়ান সাগরে অবস্থান গ্রহণকারী রুশ নৌবহর থেকে আইএস অবস্থানে ক্ষেপনাস্ত্র হামলার প্রেক্ষিতে এই লক্ষণ এখন অত্যন্ত সুস্পষ্ট বলেই তাঁরা মত প্রকাশ করে চলেছেন। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব এবং তার গোপন ও বিস্ময়কর মিত্র ইসরায়েলের নিরাপত্তায় নিশ্চয়তা প্রদানকারী শক্তি মার্কিন ও তার পশ্চিমা মিত্র জোট শক্তির আরববিশ্বে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটবে, এটিও নিশ্চিতভাবেই অনুমিত হচ্ছে বলে তাঁরা মন্তব্য করছেন।

বস্তুত বিগত শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর আরব সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই আরববিশ্বে প্রায় অপ্রতিহত ক্ষমতায় মার্কিন ও তার মিত্র পশ্চিমা জোটেরা যাচ্ছেতাই ঘটনা সংঘটন করে চলেছে। প্রথম পর্যায়ে ঐ চক্রের নেতৃত্বে ছিলো তৎকালীন গ্রেট বৃটেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সিংহ হতবল হয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে ঐ চক্রের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসীন হয়। উল্লেখ্য প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানের পর (১৯১৪-১৯১৭) ১৯২৪ সালে প্রত্যক্ষ বৃটিশ সামরিক মদদে ইয়েমেন অঞ্চলের জনৈক বেদুইন দস্যু সর্দার আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে বর্তমান সৌদি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে আব্দুল আজিজের আধ্যাত্মিক গুরু কট্টরপন্থী ধর্মীয় মতবাদের প্রচারক মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে সুন্নীপন্থী মুসলিমদের উপর 'ওহাবী' মতবাদ সৌদি রাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সমর্থনে আনুষ্ঠানিকভাবেই চেপে বসে। আগ্রহীরা মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব প্রণীত 'কিতাবুত তওহীদ' পাঠ করলেই ওহাবী মতবাদের বিস্তারিত জানতে পারবেন। তবে মোটা দাগে বলা যায়, বাংলাদেশে 'জামায়াতে ইসলামী'র কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ করলেই ওহাবী মতবাদ প্রসঙ্গে একটা সাধারণ ধারণা কেউ হয়তো পেতে পারবেন। ওহাবী মতবাদে নবীজীর (আ.সা.ম.) কোনো গুণগান করাকে পর্যন্ত পাপ বিবেচনা করা হয় বলে ইসলাম ধর্মীয় তাত্ত্বিকরা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পর সমগ্র বিশ্ব থেকে ইহুদীদের সংগঠিত করে তৎকালীন আরব সম্রাজ্যাধীন সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র ফিলিস্তিনিকে জবর দখল করে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে (১৯৪৮) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে প্রতিষ্ঠিত বিধায় মুসলমানদের (ধর্মীয় দৃষ্টিতে) চিরশত্রু বলে কথিত এই ইহুদি রাষ্ট্রটির সাথে মুসলিম উম্মাহর দৃশ্যত নেতৃত্ব প্রদানকারী রাষ্ট্র সৌদি আরবে ক্ষমতাসীনদের একটি গোপন এবং বিস্ময়কর সমঝোতার ভিত্তিতে একটি অপ্রতিরোধ্য আধিপত্য (সামরিক তথা সার্বিক ক্ষেত্রে) ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে গোটা আরববিশ্বেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

০২. (১৬/১০/২০১৫ইং)

এই নিবন্ধের গত পর্বটি মূলত একটি গৌড়চন্দ্রিকা বা ভূমিকা-পর্ব মাত্র। বর্তমান আরববিশ্বের প্রকৃত অবস্থাটি নিবিড় পর্যবেক্ষণের স্বার্থে এই ভূমিকাটির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কারণ আরব বিশ্বে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের প্রায় শতাব্দীকালব্যাপী একচ্ছত্র প্রভাবটি (মাঝে কিছু বিরল ব্যতিক্রম ব্যতীত, যেমন- গত শতকের পঞ্চাশ দশকে মিশরে জাতীয়বাদী নেতা গামাল আব্দুল নাসের অথবা সত্তরের দশকে প্রায় একইসাথে ইরাকে সাদ্দাম হোসেন এবং লিবিয়ায় মুয়াম্মর গাদ্দাফির মতো সোশ্যালিষ্ট একনায়কদের উত্থানের বিরল ব্যতিক্রমের ঘটনা, ইত্যাদি) প্রকাশ্যে পরস্পর চরম বিরোধী দুটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রীয় শক্তি সৌদি ও ইসরায়েলি গোপন নি:শর্ত সমর্থনকে ব্যবহার করে কি ভাবে অপ্রতিহত অবস্থায় শোষণ-লুণ্ঠনসহ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ শক্তির পুনরুত্থানকে মোকাবেলা করে চলেছে, সেটি সত্যসন্ধানীকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে।

একইসাথে কোনো সত্যসন্ধানীকে আরববিশ্বে মুসলিমদের আদর্শগত দ্বান্দিক অবস্থানটিকেও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে। শিয়া-সুন্নী-কুর্দি ইত্যাদি উপনামে রক্তক্ষয়ী মুসলিম অন্তর্দ্বন্দ্বের চাবিকাঠিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থান্বেষী চক্র যে নিজেদের অবাধ লুণ্ঠনকেই (তেল কিম্বা পেট্রোডলার) কার্যত প্রলম্বিত করে চলেছে, এটিই একমাত্র সত্য নয়। কেউ কেউ মনে করেন, মুসলিম ধর্মবিশ্বাসে প্রতিশ্রুত কোনো মহান নেতার (ইমাম মাহদী?) আদর্শে গোটা মুসলিম বিশ্বসহ বিশ্বের সত্যানুসন্ধানী সকলেরই ঐক্যবদ্ধভাবে একটি নতুন বিশ্বকে ঘিরে গড়ে উঠার যে জনপ্রিয় জনশ্রুতি রয়েছে, ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থন্বেষীরা সেটাকেও কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার জন্যই হয়তো গোটা আরববিশ্বকে হতবল ও বিভাজিত করে রাখতেই ঐ অপতৎপরতায় লিপ্ত।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর (২০১৫) সিরিয়ায় রুশ প্রত্যক্ষ বিমান হামলার পূর্ব পর্যন্ত বিগত কয়েক বছর যাবত সেখানে আইএস, আল নুসরা ফ্রন্ট, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি প্রভৃতি চরমপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীসমূহ যে বর্তমান একরৈখিক বিশ্বের দন্ডবিধানদাতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মদদেই (প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ) শক্তি প্রদর্শন করে চলেছে, সে প্রসঙ্গে নতুন করে বলার কোনো অবকাশ নেই। ঐ সব ইসলাম-পন্থী জঙ্গীরা যেসব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করছে, তার সরবরাহ প্রকারন্তে মার্কিন মুলুক ও তার মিত্রবলয় থেকেই করা হচ্ছে।

বস্তুত বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল ইসলামপন্থী সশস্ত্র জঙ্গীরাই (আল কায়েদা বা তাদের আল নুসরা ফ্রন্ট, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি, আইএস, আল শাবাব, বোকো হারাম, রুশ চেচেন বিদ্রোহী, চীনা উইঘোর সশস্ত্রপন্থী, প্রভৃতিরা) মার্কিন ও তার মিত্র বলয় থেকেই সমরাস্ত্র সরবরাহটি প্রকারন্তে সংগ্রহ করছে। বর্তমান একরৈখিক বিশ্বে নিজেদের প্রভাব বলয়টিকে বিশ্ব বিবেকের চোখে ধোঁকা দিয়ে প্রকারন্তে অপ্রতিরোধ্য করে রাখার স্বার্থেই এটা করা হয় বলে অনেক বিশ্লেষকরা মন্তব্য করে থাকেন। যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদী লুন্ঠনকারী শক্তিরা সবসময়ই বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত কালোবাজারকে নিজেদের হীন স্বার্থে (যেমন ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়ায় অস্ত্র ব্যবসা, তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ লূন্ঠন, যুদ্ধের ব্যয় আদায়ের নামে পেট্রোডলার লুন্ঠন, প্রত্ন সম্পদ লুন্ঠন, প্রতিদ্বন্দ্বি কোনো দেশপ্রেমিক উদীয়মান শক্তিকে সমূলে বিনাশের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে একচ্ছত্র প্রভাবকে টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি) ব্যবহার করার জন্যই এরকমটি করে থাকে বলে তারা পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই ঐ মন্তব্য করছেন।

০৩. (২৮/১০/২০১৫ইং)

ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে প্রচলিত বিশ্বাসে দুই পরস্পর বিরোধী ধর্মমতের অনুসারী সৌদি আরব ও ইসরায়েলকে গোপন মিত্রশক্তি হিসেবে কার্যকর রাখার চমকপ্রদ পরিকল্পনা যেমন করা হয়েছে, একইভাবে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষী প্রধান দুটি উপদল সুন্নী ও শিয়াদেরকেও কৌশলে মিত্রশক্তি হিসাবে কার্যকর রাখার পরিকল্পনাও তেমনি করা হয়েছিলো। ঐ চক্রান্তেই ইরানে পাহলভী রাজবংশকে ইঙ্গ-মার্কিন সমর্থনে ক্ষমতাসীন করা হয়েছিলো। ইরানের রাজতন্ত্রের প্রতি সৌদি রাজতন্ত্রের তৎকালীন ঘনিষ্ঠতাই তাদের অন্তরঙ্গতাকে প্রকাশ্যে প্রমাণ করেছে। বলা বাহুল্য শিয়া-সুন্নীর আদর্শগত তীব্র দ্বান্দিক অবস্থানটি তখন উভয় রাজতন্ত্রই তথাকথিত একটি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বুলির আড়ালে সাময়িকভাবে লুকিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু আয়াতুলাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব (১৯৭৯) সংগঠিত হবার পর ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তটি অন্তত: সৌদি আরব ও ইরানের মিত্রতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়ে। ফলে গোটা মুসলিম বিশ্বেই শিয়াপন্থীদের পৃথক একটি অভিযাত্রা পুনরায় নতুন করে গতিবেগ লাভ করে।

কার্যত ইরান থেকেই শিয়াপন্থীরা তাদের মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নতুন মিশন কার্যকরভাবে শুরু করে, যা স্বভাবত:ই আরবের সুন্নীপন্থীদেরকে বিশেষভাবে সন্দিগ্ধ করে তোলে। এই সন্দিগ্ধতাকে কাজে লাগিয়ে ইরাকে সাদ্দাম হোসেন (সুন্নীপন্থী) তার উচ্চাভিলাষকে কার্যকর করার মোক্ষম সুযোগ বলে মনে করেছিলেন এবং কার্যত স্বখাত সলিল সমাধিরই সূচনা করেছিলেন। রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট সোশ্যালিষ্ট সাদ্দাম হোসেন দীর্ঘ নয় বছরব্যাপী ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার প্রকাশ্য ঘোষণাটি ছিলো শিয়া রাষ্ট্র ইরানকে ধ্বংস করা। কিন্তু ধূর্ত সাদ্দাম ইঙ্গ-মার্কিন বলয় এবং তাঁদের পোষ্য সৌদি রাজতন্ত্র ও তাদের মিত্র ইসলামী (সুন্নীপন্থী) রাষ্ট্রসমূহ থেকে প্রভূত সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে শেষ পর্যন্ত অকস্মাৎ কুয়েত দখল করে বসেন। ফলে ইসরাইল বিরোধী এবং ইরানের সাথে যুদ্ধরত রাষ্ট্রের নায়ক হিসাবে সুন্নীপন্থী গোটা মুসলিম বিশ্বে সাদ্দাম কৌশলে যেভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা সহসাই ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যদিকে সাদ্দাম হোসেনের সন্দেহজনক কার্যক্রমের কারণে তৎকালিন রাশিয়া ইরাকের পক্ষে কোনোপ্রকার ঝুঁকি নেবার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থেকেছিলো।

সাদ্দাম হোসেনকে ধ্বংস করার পর ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তকারীরা শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ শিয়া অধ্যুষিত ইরাক অঞ্চলে নিজেদের পোষ্য একটি শিয়াপন্থী সরকার গঠন করতে যেয়ে পার্শ্ববর্তী শিয়াপন্থী রাষ্ট্র ইরানের সাথে এক সুদূরপ্রসারী ঐক্যকেই প্রকারন্তে অনিবার্য করে তোলে। ফলে সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন শিয়াপন্থী, বাহরাইনে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াপন্থি, লেবানন ও প্যালেষ্টাইনের শক্তিশালী শিয়াপন্থীরা, ইয়েমেনের শিয়াপন্থী (হুতি) এবং গোটা আরব অঞ্চলে দীর্ঘ প্রায় দেড় সহস্র বছর যাবত প্রাণান্তকর নির্যাতনে নাভিশ্বাস ওঠা শিয়াপন্থীরা একটি নব জাগরণের সম্ভাবনায় উত্থিত হয়ে ওঠে। শিয়াপন্থীরা তাদের এই নতুন মিশনে মূলত বিবিধ জনকল্যাণমূলক (যেমন চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য সহায়তা ইত্যাদি) কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পিতপন্থায় জনপ্রিয়তা যেমন অর্জন করে, ঠিক তেমনটি সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধেও শক্তিধর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিজেদের অনমনীয় দৃঢ়তা ও সুদক্ষ সমর কৌশলে প্রদর্শন করে গোটা আরববিশ্বে ইতিমধ্যেই তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও শক্তিমত্তার অবস্থানটিকে একপ্রকার তৈরী করে ফেলেছে।

০৪. (০৪/১১/২০১৫ইং)

ইসলামী মতাদর্শে রাজতন্ত্র বৈধ কোনো নেতৃত্ব বলে স্বীকৃত নয়। সর্বতোভাবে আল্লাহময় সর্বত্যাগী কোনো আত্মউৎসর্গকারী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের নেতৃত্বই কেবল বিশুদ্ধ ইসলামে বৈধ। অথচ প্রভূত ভোগ-বিলাসে মত্ত কেবলমাত্র বংশানুক্রমিকধারার ভিত্তিতে পশ্চাদপদ, আত্মকেন্দ্রিক একটি পরিবার দ্বারা সৌদি আরব এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সুন্নীপন্থী ধণাঢ্য রাষ্ট্রসমূহেও প্রায় একইভাবে বিগত ৮/৯ দশক যাবত বিবিধ অনাচার (যেমন: যৌনাচার, মাদকাশক্তি, ব্যয়বহুল ভোগ-বিলাসী জীবনযাপন) বর্তমান বিশ্বে অনেক মুখরোচক সংবাদের সৃষ্টি করে চলেছে এবং অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ঐ সমস্ত ঘটনাবলী আরববিশ্বসহ কার্যত সমগ্র বিশ্বের সাধারণ মুসলমানদের মনে ক্রমাগতভাবে ক্ষোভের সঞ্চার করে চলেছে। বিশেষ করে সৌদি বাদশাহ্ বিধান অনুসারে (সুন্নীপন্থীদের) দৃশ্যত পবিত্র কাবার নেতা বা ইমাম (সর্বাধিনায়ক) বিধায় সৌদি রাজা বা রাজবংশের যাবতীয় অনাচারসমূহ প্রকৃত মুসলমান মাত্রকেই ক্ষুব্ধ করে চলেছে।

উল্লেখ্য বর্তমান বিশ্বের অবাধ তথ্য প্রবাহের কারণে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের রাজা-বাদশাহ্-আমীরগণের আপত্তিকর জীবনযাপনের সংবাদ এখন আর কোনো গোপন বিষয় নয়।

অন্যদিকে তেলের মূল্য ক্রমাগতভাবে কমার প্রেক্ষিতে এবং বিবিধ সামরিক ব্যয়ভার পরিশোধের জন্য কারণে আরবের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের (উল্লেখ্য ইরাক যুদ্ধের ব্যয়ভার ধনাঢ্য আরব রাষ্ট্রসমূহ এখনও বহন করে চলেছে এবং মার্কিন ও তার সহযোগীদের কাছে ঐ ব্যয়ভার পরিশোধে আরব রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা ক্রমাগতভাবে বহাল হয়েই থাকছে) রাষ্ট্রীয় তহবিলে টানাপড়েনের সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি আইএমএফ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই সৌদি আরব আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়তে পারে বলে চাঞ্চল্যকর মন্তব্যও করেছে। অথচ অর্থনৈতিক কিংবা অন্য কোনো সূচকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান আরববিশ্বের নেতৃত্বের বিশেষ কোনো কর্মতৎপরতার কথা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কার্যত ভোগী ও বিলাসী বর্তমানে ক্ষমতাসীন আরব নেতৃত্বের ঐ প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো যোগ্যতা আছে, এরকম বিশ্বাস করাও কঠিন বলে বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন। ফলে ক্রমাগতভাবে রাষ্ট্রীয় তাহবিলের অপচয় এবং ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ঐসব ক্ষমতাসীনদের নিজেদের ভোগ-বিলাস ও জনগণের চাহিদা মেটানোর কর্মকৌশলটি যেমনভাবে সংকটে পড়েছে, তেমনিভাবে তৈলের মূল্য হ্রাসের কারণে আরববিশ্বের গোটা রাজতান্ত্রিক বর্তমান নেতৃত্বকে অনিবার্যভাবে একটি সার্বিক অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত করতে চলেছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে বলে তারা মনে করেন। ফলে আরববিশ্বের অকর্মণ্য-ভোগী-বিলাসী রাজতান্ত্রিক নেতৃত্ব এখন ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বর্তমানে ধ্বংসের শেষপ্রান্তেই হয়তো এসে দাঁড়িয়েছে।

০৫. (১০/১১/২০১৫ইং)

বর্তমানে আরববিশ্বের সর্বত্র একটি শিয়াপন্থী জাগরণ পরিলক্ষিত হলেও চূড়ান্ত বিচারে শিয়াপন্থীদের কোনো একক নিয়ন্ত্রণ আরব বিশ্বে প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাটি অবশ্যই এখনো প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। এর কারণ মূলত ত্রিবিধ। প্রথমত ইসনা আশারী (বার ইমামপন্থী) শিয়াদের ইরানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার কারণে দৃশ্যত অরববিশ্বের সকল শিয়াপন্থীদের একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায় বলে মনে হলেও কার্যত শিয়াদের মধ্যেও উপদলীয় মতপার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে (যেমন: ইসনা আশারী ছাড়াও ইসমাঈলিয়া, বাহাই ইত্যাদি)। দ্বিতীয়তত সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে সিরিয়ার ক্ষমতাসীন শিয়ারা রাজনৈতিকভাবে একটি ভিন্ন ধ্যান-ধারণাকে সংরক্ষণ করে, যা স্পষ্টত:ই ইরানের মূল নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর একক নেতৃত্বের পরিচালনাধীন হতে আগ্রহী নয়। অন্যদিকে ইরাকে মাহদী আর্মি নামে পরিচিত সংঘের প্রধান মুক্তাদা আল সদর কিম্বা লেবাননের হিজবুল্লাহ সংঘের প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ, ফিলিস্তিনের হামাস নেতৃত্ব এবং এরকম আরও কিছু আঞ্চলিক শিয়া নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী মন্তব্যটি কমবেশি প্রযোজ্য। সর্বোপরি দীর্ঘকাল যাবত নির্যাতিত ও বঞ্চিত বিধায় শিয়াপন্থীদের চিন্তা-চেতনায় কিছু কিছু উগ্র প্রতিক্রিয়া সহজাত প্রতিক্রিয়া হিসেবেই যেন অনুপ্রবেশ করেছে, যা বিশুদ্ধ ও সার্বজনীন মোহাম্মদী দর্শনের সাথে কমবেশী সাংঘর্ষিক। তথাপিও সার্বিক বিবেচনায় একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে ইতিহাসের পালা-বদলের পরিক্রমায় বর্তমানে গোটা আরব জুড়েই দৃশ্যত একটি শিয়াপন্থী নবজাগরণের ইঙ্গিত বহন করছে, যা ভোগ-বিলাসে মত্ত, আত্মকেন্দ্রিক ও মন্ডূক সুন্নীপন্থী রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে শক্তিশালী কম্পনের সৃষ্টি করেছে।

অন্যদিকে ইরানের পারমানবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ কিংবা সিরিয়ায় মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রশ্নে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার ব্যক্তিগত সংযত আচরণ বা অবস্থান গ্রহণ এবং আরব শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদানের প্রশ্নে জার্মানীর দৃঢ়চেতা চ্যান্সেলর এ্যাঞ্জেলা মার্কেলের মানবতাবাদী (ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও) অবস্থান গ্রহণের প্রেক্ষিতে অন্যান্য পশ্চিমা প্রভাবশালীদের আগ্রাসী অবস্থান পরিত্যাগ করে সমঝোতার পথে আরববিশ্বের রক্তক্ষয়ী সাংঘর্ষিক অবস্থার সমাধানের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী অবস্থান গ্রহণের ফলে আরববিশ্বের সকল একনায়কদের বিপরীতে একটি সার্বিক গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি উদ্ভবের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে দৃশ্যমান করে তুলেছে। ফলে ক্ষমতাসীন রাজতান্ত্রিক একনায়কদের কোনো স্বৈরাচারী আচরণই এখন বিনা প্রশ্নে বিশ্বনেতৃত্বের প্রভাবশালীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবার সম্ভাবনাকে কার্যত সংকোচিত করে ফেলেছে বলে অভিজ্ঞরা মনে করেন।

৬. (১২/১১/২০১৫ইং)

আরববিশ্বে নেতৃত্বের আসনে আসীন সৌদি রাজবংশে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ঘটনা নতুন কোনো কিছু নয়। রক্ত-সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের দ্বারা বাদশাহকে হত্যা করার ঘটনা পর্যন্ত সেখানে ইতিপূর্বেই ঘটেছে। বর্তমান বাদশাহ সালমানের বিরুদ্ধে চলমান প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের (সংবাদ মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত সংবাদের সূত্রে জানা গেছে, সৌদি রাজপুত্রদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগড়িষ্ঠ অংশই বাদশাহ বিরোধী) কথা ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক এ টানাপোড়েনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণ এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার (নারী অধিকারসহ অন্যান্য মানবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার) পাশাপাশি বৈশ্বিক অন্যান্য প্রেক্ষাপটে নিজেদের পশ্চাদপদতা প্রশ্নে এখন নতুন প্রজন্মের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত অংশকে সংক্ষুব্ধ করে তুলেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ কট্টরপন্থী সৌদি রাজতন্ত্র ও অন্যান্য রাজতন্ত্রসমূহ ভেতর থেকেই এখন এক কঠিন সঙ্কটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান বছরের হজের মৌসুমে মিনায় পদদলিত হয়ে শতশত (প্রায় আড়াই হাজার) হজযাত্রীর নিহত হবার

কারণ শাসকদের স্রেফ অমনোযোগিতা কিম্বা খামখেয়ালীপূর্ণ অজ্ঞতা বলে জানা যাবার প্রেক্ষিতে গোটা মুসলিম বিশ্বেই সৌদি রাজতন্ত্রের যোগ্যতা প্রসঙ্গে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে।

অন্যদিকে সকল কট্টরপন্থী ইসলামী জঙ্গীবাদের ধারক-বাহক সবারই তীক্ষ্ণ নজর প্রকৃতপক্ষে সৌদি রাজতন্ত্রের সার্বিক সাহায্যের দিকেই প্রধানত নিবদ্ধ। এইসব কট্টরপন্থীরা প্রয়োজনীয় রসদ ও আর্থিক যোগানের সংকটের মুখোমুখি হলে অনেকটা ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের মতোই বিপরীত আচরণ শুরু করবে, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। একইভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী জঙ্গীবাদী হামলার মুখে আমেরিকা-ইউরোপসহ প্রায় সর্বত্রই বর্তমানে শান্তি ও সৌহার্দ্যের সন্ধানীরা সুফিবাদের সমুন্নত মানবতাবাদের দিকে ক্রমান্বয়েই ঝুঁকে পড়ছে। কারণ ইসলামী জঙ্গীরা ফ্রান্স, আমেরিকা কিম্বা সর্বত্রই এক জীবনঘাতি আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে বিধায় নমনীয় এবং মানবতাবাদী উদারপন্থী ইসলামী মতাদর্শকে এই আতঙ্ক থেকে পরিত্রণের উপায় বলে সংশ্লিষ্টরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। এই ঝোঁক এশিয়া-আফ্রিকাসহ এমনকি খোদ সৌদি আরবেও ইদানীং জনপ্রিয়তা অর্জন করছে বলে জানা যাচ্ছে।

ভিন্নদৃষ্টির একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের স্বৈরাচার, একনায়কতন্ত্রের বিরোধী পশ্চিমা পরাশক্তিরা আজ যেমন সিরিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসনের কথা বলছে, দুদিন পরেই তারা আরববিশ্বের অন্যান্য সকল রাষ্ট্রেই গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিকাশের জন্য কথা বলতে বাধ্য হবে। কারণ অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে কোনো একনায়ককে মদদই এখন সংশ্লিষ্টদের সুনামের প্রশ্নে আর কোনোভাবেই নিরাপদ নয়। পশ্চিমা মোড়লরা ইতিমধ্যেই এই সত্যকে কমবেশী উপলব্ধি করতে ইতিমধ্যেই সক্ষম হয়েছে।

সর্বোপরি বিশ্ব জুড়ে ক্রমবর্ধমান বা বিকাশমান ধর্মীয় দর্শন হিসেবে ইসলাম এখন অন্যান্য মতাদর্শের তুলনায় এক কথায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ ধর্মীয় পবিত্র দর্শনকে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে যুক্তি, বিজ্ঞান কিম্বা সহনশীল মানবিকতাকে ধারণ করার ক্ষমতা বর্তমানে আরববিশ্বের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন সৌদি রাজতন্ত্র কিম্বা তাদের বন্ধু অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রনায়কদের নেই। অথচ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা সত্য প্রকাশের সহজাত গতিবেগের কারণেই এখন বিশ্বজুড়ে দর্শনগত একটি ঘূর্ণাবর্তের আবহ তৈরী করে ফেলেছে। এই ঘূর্ণাবর্ত বর্তমানে ধর্মীয় লেবাসের আড়ালে ভোগবাদী শোষণযন্ত্রকে এবং উগ্রপন্থী কট্টরবাদকে পতনের শেষ প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। ফলে আগামী দুই-এক বছরের মধ্যেই জঙ্গীবাদের বিপরীতে ইসলামের সমুন্নত মানবতাবাদী মতাদর্শ বিশ্বব্যাপী দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চলেছে, যা ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান হচ্ছে বলে অভিজ্ঞরা মনে করেন। এসবের প্রকাশ্য প্রভাব সর্বপ্রথম আরববিশ্বেই ঝড় তুলবে বলে তারা বিশ্বাস করেন।

ফলস্রুতিতে ইসলামী পরিচয়ে পরিচিত গোটা আরববিশ্ব জুড়েই একটি মানবতাবাদী, প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বের আবির্ভাব যেন অত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে। এই কঠিণ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কোনো পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে আরববিশ্বে কোনো রাজতন্ত্রের ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বপ্ন এখন কেবল কল্পলোকেই হয়তো সম্ভব। অবশ্য দ্বান্দিকবিকাশের শর্ত পূরণ করার জন্যই হয়তো শিয়া-সুন্নী-কুর্দিদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম বর্তমানে আরববিশ্বকে টালমাটাল করে রেখেছে। আরব কিম্বা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই কোনো প্রজ্ঞাময় ইসলামী চেতনার উদ্ভব ঘটলে অতিদ্রুতই তা আরববিশ্বকে সংক্রমিত করবে বলে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বিশ্বাস করেন।

পুনশ্চঃ উপমহাদেশে ইসলামপন্থীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিংসতার চিত্রটি আরবিশ্বের ন্যায় অনুরূপভাবে প্রটোটাইপ নয় (পাকিস্তান ও আফগানিস্তান ব্যাতীত)। পাকিস্তানে শিয়া ও কাদিয়ানি নিধন যজ্ঞের চিত্রটি অবশ্য ওহাবী মতবাদের প্রাদুর্ভাবের সূত্রে অনেকাংশেই বর্তমান আরববিশ্বের অস্থিরতার অগ্রবর্তী একটি প্রতিরূপ হিসেবেই যেন প্রতীয়মান হয়েছে, যা প্রায় সমভাবেই আফগানিস্তানের ঘটানাবলীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাংলাদেশে ওহাবীপন্থী জামায়াতে ইসলামীর শক্তিশালী পুনরুত্থান ঘটলেও এদের সহিংসতা মূলত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা (অন্তত প্রকাশ্যে) করার মধ্যেই অধিকাংশ সময় সীমাবদ্ধ থেকেছে। অবশ্য জেএমবি কিম্বা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের এবং অনুরূপ অন্যান্যদের সাথে জামায়েতে ইসলামীর সংশ্লিষ্টতা অসম্ভব নয়। অন্যদিকে খারিজিপন্থী (তাবলীগপন্থী) হেফাজতে ইসলাম নামে কওমী মাদ্রাসাপন্থীরাও কখনো কখনো (যেমনঃ- ২০১৩ সালের ৫,৬ মে) সহিংসতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে বা এখনো করছে। ব্লগার, পীর হত্যাকারীদের মধ্যে অবশ্য ওহাবী ও খারিজি উভয় মতবাদেরই অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। অন্যদিকে তরিকাপন্থীদের মধ্যেও কোনো কোনোটিকে (যেমনঃ- চরমোনাই ও দেওয়ানবাগীদের চূড়ান্ত সাংর্ঘষিক অবস্থান) কখনো কখনো সহিংসতা চালাতে দেখা যাচ্ছে। ওহাবীপন্থী শীর্ষ জামায়াত নেতাদের যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ফাঁসির প্রেক্ষিতে তরিকাপন্থীদের মধ্যে তাদের অনুসারীদের কৌশলগত অনুপ্রবেশে ঐ সংঘর্ষ প্রবণতা প্রকট হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও প্রবল। তথাপিও সার্বিক বিচারে বাংলাদেশে ইসলামপন্থীদের সহিংসতা অবলম্বনের চিত্রটি আরববিশ্বের ন্যায় সহসা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠার সম্ভাবনা প্রকট নয় বলেই বিশ্লেষকরা মনে করেন।